যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

Date: 19.06.2016 Page: 13

আরো তিনটি নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন

কৃষি ও সম্ভাবনা ডেস্ক

উপকূলীয় অঞ্চলে চাষ উপযোগী নতুন দুটি জাতসহ আরো তিনটি নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন ব্রির বিজ্ঞানীরা। গত ২৯ মে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (ব্রি) উদ্ভাবিত এই তিনটি জাত অনুমোদন দেয়া হয়। জোয়ার-ভাটার কারণে বা ঝড়ে ধানের গাছ হেলে সমস্যার সমাধান দিতে পারে আবার স্থানীয় জাতের ধানের চেয়ে এক থেকে দেড় মেট্রিক টন বেশি ফলন দিতে সক্ষম দুটি জাতের নাম ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৭৭। অন্যটি হলো আমন মৌসুমের উপযোগী সুগন্ধিযুক্ত ও চিকন ধানের জাত ব্রি ধান৭৫। নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলো শিগগিরই কৃষকপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হবে বলে জানিয়েছে ব্রি।

নতুন দুটি জাতের চারা ৭০ থেকে ৭৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে

জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলা করে কীভাবে ধানের ফলন বাড়ানো যায় এই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ব্রি। তারই ধারবাহিকতায় খুবই যুগোপযোগী ব্রি ধান৭৬ ও ব্রি ধান৭৭ উদ্ভাবন করা হয়েছে। অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জমিতে চাষিরা এ দুই জাতের ধান চাষ করে অনেক বেশি ফলন পাবেন। লাগসই জাত হিসেবে কৃষকের মধ্যে খুবই উপযোগী হবে। চারা অবস্থায় অর্থাৎ ৩০ থেকে ৩৫ দিন বয়সে এ দুটি জাতের চারা ৭০ থেকে ৭৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। লম্বা ও দীর্ঘ জীবনকাল হওয়ায় হেক্টরপ্রতি এক থেকে দেড় টন ফলন বাড়বে। স্থানীয় জাতের মতোই ১৬৫ থেকে ১৭০ দিনের মধ্যে ধান কাটা যাবে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা বরগুনা ও বরিশালসহ আশপাশের জোয়ার-ভাটা কবলিত এলাকার ধানের জমির পরিমাণ প্রায় আট লাখ হেক্টর। জোয়ার-ভাটার সহনশীল নতুন এই দুটি জাত চাষ করে যদি হেক্টরপ্রতি এক মেট্রিক টন ফলন বাড়ানো যায়, তাহলে ওই আট লাখ হেক্টর জমিতে আট লাখ মেট্রিক টন ধান বেশি পাওয়া যাবে।

ব্রির সূত্রে জানা যায়, জোয়ার-ভাটা প্রধান অঞ্চলে স্থানীয় সাদামোটা ও দুধকলম জাতের ধানের চাষ হয় যা সামান্য ঝড়ে হেলে পড়ে। এতে ফলন কমে যায়। কিন্তু ব্রি ধান৭৬ ও ৭৭ জাতের ধান সহজে হেলে পড়বে না। তবে বড় ধরনের ঝড় হলে সেটি আলাদা কথা। সাদামোটা ধানের আধুনিক ভার্সন হলো ব্রি ধান৭৬ আর দুধকলমের আধুনিক ভার্সন ব্রি ধান৭৭।

অন্যদিকে আমন মৌসুমে যেসব এলাকায় সেচব্যবস্থা ভালো সেসব এলাকার জন্য সুগন্ধিযুক্ত ও চিকন ধানের জাত ব্রি ধান৭৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে। স্বল্পকালীন (১১৫ থেকে ১১৭ দিন) হওয়ায় ধানের ফলন ঘরে তুলে জমিতে আগাম সবজি চাষ করতে পারবেন চাষিরা। তবে এজন্য অবশ্যই ১৮ থেকে ২১ দিনের মধ্যে চারা লাগাতে হবে। বৃষ্টি না হলে সেচ দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। এ জাতের ধানের চাল চিকন ও সুগন্ধিযুক্ত হওয়ায় কৃষকরা ভালো দাম পাবেন। লবণাক্ত ও হাওর অঞ্চল বাদ দিয়ে দেশের সব অঞ্চলেই মাঝারি ও উঁচুজাতীয় জমিতে চাষ করা যাবে ব্রি ধান৭৫। হেক্টরপ্রতি এ ধানের ফলন ৫ টনের অধিক। বাণিজ্যিক কৃষিতে যেতেও এ ধান অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।